৬০

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 FEB 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ভর্তি ফি ধার্যের কারণে–

নোয়াখালী সংবাদদাতা ॥ সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে ফি ধার্যের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নিয়ম না থাকায় নোয়াখালী জেলার বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অতিরিক্ত ভর্তি ফি ধার্যের কারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। অতিরিক্ত ভর্তি ফি'র কারণে দরিদ্র দিনমজুর, রিকশাচালক, শ্রমিক ও বেকার অভিভাবকরা তাহাদের ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করিতে পারিতেছে না।

জানা যায়, নোয়াখালীর বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ম শ্রেণীতে ভর্তির ফি ৩০ হইতে ৫০ টাকা। বেসরকারী এবং কে জি স্কুলে ১০০ হইতে ১৫০ টাকা। এমনকি সরকারী হাইস্কুলের সহিত সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ফি ছাড়াও মাসিক বেতন ও অন্যান্য চাঁদা বাবদ অনেক টাকা দিতে হয়। এছাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বৎসরে ৩ বার পরীক্ষার ফি ও অন্যান্য চাঁদা দিতে হয় এবং বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপরের শ্রেণীতে উঠিতে পুনরায় ভর্তি হইতে হয়। ৫ম শ্রেণী পাস করিয়া ছাড়পত্র নিতে ৫০ হইতে ১০০ টাকা দিতে হয়, সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হইতে ১০০ হইতে দেড় শত টাকা দিতে হয়।

ফলে দরিদ্র ছেলে-মেয়ের পক্ষে উপরের শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া সম্ভব হয় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে আদায়কৃত টাকার আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব রাখা হয় না। জনৈক প্রধান শিক্ষক জানান, পরিদর্শকদের যাতায়াত ও আপ্যায়ন বাবদ এই টাকা ব্যয় হইয়া থাকে।